দৈনিক বাংলা

তারিখ ..14/6/79...
পৃষ্ঠা...5...কলাম...1...

C18

জাতীয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ

আগামী ১৮ই জুন থেকে সমগ্র দেশে চতুর্থ জাতীয় রক্ষণাবেক্ষণ সপ্তাহ পালন শুরু হচ্ছে। এই সপ্তাহ পালনের বিঘোষিত উদ্দেশ্য হল, সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপচয় রোধ করার জন্য জাতীয় সচেতনতা বৃদ্ধি। উদ্দেশ্যের নিরিখে বিবেচনা করলে বলতে হয়, এই উদ্যোগ কেবল প্রশংসনীয়ই নয়, অত্যাবশ্যকও। কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সম্পত্তি থেকে মসৃণ ও অধিকতর সার্ভিসপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার জন্যেই সেগুলির সুষ্ঠু ও সযত্ন রক্ষণাবেক্ষণে সচেষ্ট হতে হবে সবাইকে।

একথা সবারই জানা যে যথাযথ পরিচর্যা এবং সময়মত মেরামতের মাধ্যমে যেকোন কিছুর আয়ু দীর্ঘায়িত করা যায়, পাওয়া যায় সন্তোষজনক কাজ। অন্যথায় যার আয়ু এক বছর, ছয় মাস যেতে না যেতেই তা নড়বড়ে অথবা অকেজো হয়ে পড়ে। এই জ্ঞান সত্ত্বেও আমাদের অনেকেই জাতীয় সম্পত্তিসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে তেমন মনোযোগী ও যত্নবান নই। এমনকি কারও কারও মনে আজও রয়ে গেছে 'কোম্পানী কা মাল, দরিয়া মে ঢাল' মানসিকতাটি। সম্ভবত এর ফলেই কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি সেতু, সড়ক ও ভবন ধসে পড়ে, ব্যানিরোধী বাঁধে ফাটল ধরে, বিদ্যুতের জেনারেটর বিকল হয়ে যায়, রেলে দুর্ঘটনা ঘটে, বিআরটিসির বাস নির্ধারিত ব্যবহারকাল শেষ হওয়ার অনেক আগেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে ডিপোতে, কল-কারখানার উৎপাদনের পুরো ক্ষমতা কয় না ব্যবহার করা।

রক্ষণাবেক্ষণ সপ্তাহ পালনের উপকারিতা রয়েছে নিশ্চয়ই। তবে কেবল এই সপ্তাহেই নয়, সারা বছরই সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের সচেতনতা, সতর্কতা ও মানসিকতা উজ্জীবিত রাখতে হবে। কোন জিনিস কি অবস্থায় আছে তা জানার এবং প্রয়োজনীয় প্রতি-কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য থাকতে হবে পরিকল্পিত ও নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা।

এর আগে তিনটি রক্ষণাবেক্ষণ সপ্তাহ পালিত হয়েছে। সেগুলির কী সুফল পাওয়া গেছে, তার মূল্যায়ন হওয়া দরকার। ঐসব সপ্তাহ পালনের ফলে পরিস্থিতির যদি কোন উন্নতি ঘটে থাকে, সংশ্লিষ্ট লোকদের মনে জাতীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের সচেতনতা ও আগ্রহ বেড়ে থাকে, তাহলেই সার্থক হবে এই সপ্তাহ পালন। অন্যথায় তা সময় ও অর্থের অপচয়েরই নামান্তর হবে। প্রশ্নটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন বলে আশা করি।